লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস্ লিঃ

ডেমরা,ঢাকা।

০১। মিলের নাম ঃ লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস্ লিঃ।

০২। স্থাপন কাল ঃ ১৯৫৩ সালে স্থাপিত হয়ে ১৯৫৬ সালে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করে।

০৩। পরিচালনা পর্ষদ ঃ ০৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট।

০৪। জমিজমার পরিমাণ/মামলা ঃ ৮৩.৪৫২৫ একর, মূল্য প্রায় ১৭০০ কোটি।জমিজমা সংক্রান্ত মামলা ২৫টি।

০৫।খাজনা ঃ শিল্প-প্রতি শতাংশ ১৫০/- টাকা হারে,আবাসিক ও অন্যান্য ৬০/- টাকা হারে পরিশোধ করা হয়।

০৬। পাট গুদাম সংখ্যা ঃ ৯টি, ধারন ক্ষমতা -১৪০০০ মেঃ টন।

০৭। পণ্য মজুদ গুদাম সংখ্যা ঃ ৩টি, ধারন ক্ষমতা- ৩৫০০ মেঃ টন ও ভান্ডর ১টি, অন্যান্য কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি রাখা হয়।

০৮। লোকবল ঃ শ্রমিক সেট-আপ ৪১৮৫ শ্রমিক কর্মরত ২৮৪৬ জন (স্থায়ী-২০৬৩ বদলী-৭৭২ ক্যাজুয়াল-১১ জন) কর্মকর্তা/কর্মচারী সেট-আপ -৫২৭ (১৬৬+৩৬১) কর্মরত- ২৯৯ (৮৮+২১১)।

০৯। উৎপাদিত পণ্য ঃ হেসিয়ান, সেকিং, সিবিসি, এবিসি, লেমিনেশন, স্লাইভারক্যান, স্পিনিং ববিন।

১০। ওয়ার্কশপ ঃ ৮০% মেশিনারীজপার্টস মেরামত করা হয়।২০১৮-১৯ অর্থবছরের জানুয়ারী"১৯পর্যন্ত রক্ষনাক্ষেন ৫৯৬টি

১১। বিক্রয় (দেশ) ঃ ভারত, শ্রীলংকা, ইরান, আয়ারল্যান্ড, গ্রীস, সুইজারল্যান্ড, ইউনেশিয়া, সুদান, উগান্ডা, ক্যামেরুন, ইউএসএ, মেক্সিকো, পেরু, হন্ডরাজ, অষ্টেলিয়া ইত্যাদি।

১২। কল্যাণ মূলক কর্মকান্ড ঃ ১টি হাসপাতাল, ২টি ক্যান্টিন,শ্রমিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পারিবারিক বাসস্থান, এককসীট, ১টি বিদ্যালয়, ৩টি মসজিদ, ১টি মাদ্রাসা ও লাইব্রেরী এবং শ্রমিক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের ক্লাব ও ২৫ জন খেলোয়াড় রয়েছে

১৩। ট্রেড ইউনিয়ন ঃ মিলে তিনটি ট্রেড ইউনিয়ান আছে। তাদের মধ্যে ১টি নির্বাচিত।

১৪। কাঁচা পাট ঃ ২০২৩৫৫ কুইঃ (বাজেট),৩০/৯/১৯পর্যন্ত ২০% ক্রয় হয়েছে।বর্তমানে২০১৯-২০অর্থবছরেপাটমজুদআছে ৩৯দিনের, বকেয়া ৫১ কোটি | গতবছরের বাজেট১৯৭৪৮০কুই:,ক্রয়:১১%,১৮-১৯অর্থ বছরে ৩০/৯/১৮পর্যন্ত মজুদ ছিল৯দিনের,বকেয়া:৪৯৫৯(লক্ষ টাকা)।

১৫। পাটক্রয় কেন্দ্র ঃ প্রতি দিন ৬৫৮ কুইঃ পাট প্রয়োজন। যা মিলঘাট সহ ১০টি পাটক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে পাটক্রয় করা হয়। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী পাট ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনঃ ৯৪১৮.১৫ (লক্ষ টাকা)।

১৬। তাঁত সংখ্যা ঃ স্থাপিত-৮৪৫, বাজেট-৭২৬ চালু-৩৮৬।

১৭। তাঁত প্রতি লোকবল ঃ হেসিয়ান-২.৩৮, সেকিং-৩.৪৪, সিবিসি-২.৮২

১৮। লুম ইফিসিয়েন্সি ঃ হেসিয়ান-৫১.৫৪%, সেকিং-৬৮%, সিবিসি-৫০%, এবিসি- ৫২%

১৯। স্পিনিং ইফিসিয়েন্সি ঃ হেসিয়ান-৫৫%, সেকিং-৪৭%, সিবিসি-৪৯%, এবিসি-৬৩%

২০। স্পিনিং ফ্রেম ঃ বাজেট-১২৮টি চালু ৮২-৯৫টি।

২১। স্পিনিং উৎপাদন (মেঃটন) ঃ হেসিয়ান- ৮১২.৭৮, সেকিং- ৩১৬৬.০৩ সিবিসি- ২৪৯.৪৫ ও এবিসি- ১৩১৯ মেঃটন।

২২। তাঁত উৎপাদন (মেঃটন) ঃ ১৯,৩৭৪ মেঃটন, হেসিয়ান- ৪,৪৮৫, সেকিং-৯,৭৯৮, সিবিসি-১,৮৬৬ ও এবিসি- ৩,২২৫। দৈনিক গড় উৎপাদন বাজেটের (৬৪.৫৮ মেঃটন) ১২.১৯%(জুলাই-সেপ্টে,১৯),১৪%(জুলাই-সেপ্টে,১৮)।

২৩। তাঁত উৎপাদন কেজি/তাঁত/ঘন্টা ঃ হেসিয়ান- ২.৫৬, সেকিং- ৭.৫৬, সিবিসি- ৫.১৮ ও এবিসি- ৪২।

২৪। বিক্রয় ঃ স্থানীয়- ৭৮০.৯২ মেঃটন ও বৈদেশীক- ৮৬১.৫৯ মেঃটন(জুলাই-আগষ্ট,১৯)। স্থানীয়- ২৮৮.৬৮ মেঃটন ও বৈদেশীক- ৭৮২.৯৯ মেঃটন(জুলাই-আগষ্ট,১৮)।

২৫। প্রতি মেঃটন উৎপাদন খরচ ঃ হেসিয়ান- ১,৮০,৩৮৩, সেকিং-১,৪৮,৫১৪, সিবিসি- ১,৬০,০৮৯, এবিসি-৭১,৯৬০(জুলাই-আগষ্ট,১৯)।

২৬। প্রতি মেঃটন বিক্রয় ঃ হেসিয়ান-১,৬৮,৬০০,সেকিং-৯২,২০০, সিবিসি-১,২২,৬৪০,এবিসি-৫৮,২৫০(জুলাই-আগষ্ট,১৯)। ।

২৭। প্রতি মেঃটন কাঁচা পাট খরচ ঃ হেসিয়ান- ৬৩,৬৪৯, সেকিং- ৫৬,৫১৬, সিবিসি- ৯০,২০০ ও এবিসি- ২৯,৯০০(জুলাই-আগষ্ট,১৯)। ।

২৮। প্রতি মেঃটন প্রত্যক্ষ কাঁচামাল খরচ ঃ হেসিয়ান- ৩,৫৩,৮, সেকিং- ৫,৩১,৩, সিবিসি- ৯,৭০০ ও এবিসি- ১১৩০০(জুলাই-আগষ্ট,১৯)। ।

২৯। প্রতি মেঃটন মজুরী খরচ ঃ হেসিয়ান- ৬৭,৩০০, সেকিং- ৬৫,০৮০, সিবিসি- ১০,৯০,৪০ ও এবিসি- ১৭,৫০০(জুলাই-আগষ্ট,১৯)। ।

৩০। প্রতি মেঃটন ঃ বেতন খরচ ১৫,১৮০, রক্ষণাবেক্ষন খরচ ৪,৬০০, নীট ক্ষতি ৯৫,০০(জুলাই-আগষ্ট,১৯)। ।

৩১। ব্যাংক লোন ঃ সিসি ২০.২৫ কোটি, বাংলাদেশ বাংক রি-ফাইনান্সিং ২.২৪ কোটি ও দীর্ঘমেয়াদী চলতি মূলধন ঋণ ৬২.৮৫ কোটি।

৩২। মজুদ পণ্য ঃ আগষ্ট,১৯পর্যন্ত ৫৩২০.৮১ টন। মূল্য ৪৬৬৫.২৮ লক্ষ টাকা।

৩৩। উৎপাদন খরচের ভিত্তিতে (%) ঃ কাঁচা পাট খরচ ৩২%, মজুরী৩৪%, বেতন ১০%, রক্ষরাবেক্ষণ ৩%, বিক্রয় খরচ ২% প্রশাসনিক খরচ ২% সুদ ৫%।

৩৪। চলতি দায় ঃ ১৪৯১১.৭৩ লক্ষ টাকা।

৩৫। চলতি বছর নীট ক্ষতি ঃ ৭৬৯.২৮ লক্ষ টাকা।

৩৬।গ্রাচুইটি ঃ ৩০/০৯/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত গ্রাচুইটি বাবদ প্রয়োজন ৪৩৪৫.২৯ লক্ষ টাকা।

৩৭।মজুরী কমিশন সংক্রান্ত ঃ মজুরী কমিশন বাস্তবায়ন হলে প্রতি সপ্তাহে মজুরী ২১০.০০ (লক্ষ টাকা)যাবর্তমানে ১০৫.০০ (লক্ষ টাকা)

৩৮। সোনালী ব্যাগ প্রকল্প ঃ মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে ২০১৭ সালে লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস্ লিঃ এ "সোনালী ব্যাগ প্রকল্প" নামে একটি নতুন ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যা গত ১২.০৫.২০১৭ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী মহোদয় শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে পরীক্ষামূলক উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। উক্ত প্রকল্পে পলিমার ব্যাগের উদ্ভাবক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী প্রফেসর ড. মোবারক আহ্মদ খান, বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা হিসেবে এবং ১ জন সিনিয়র সায়েন্টিষ্ট, ২ জন সায়েন্টিষ্ট, ১ জন অফিস সহায়ক, ১ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মী, ৫ জন শ্রমিক কাজ করছেন। প্রতিষ্ঠার পর হতে সোনালী ব্যাগ প্রকল্পে পরীক্ষামূলক উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত আছে।